মূলশব্দ
সহনশীলতা
ন্যায়বিচার
বিশ্বাস
মানবতা

Islamic Religious Council of Singapore

Friday Sermon

25 October 2024 / 22 Rabiul Akhir 1446H

সহনশীলতা জাগ্রত করাঃ সংকট নিরসনে ধর্মবিশ্বাস

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، وَأَمَرَنَا بِالتَّقْوَى وَالخُلُقِ الكَرِيمِ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ.

মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার রহমতপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

আসুন, আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার সকল নির্দেশ মেনে চলে তাঁর দেয়া সকল নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে নিজেদেরকে দূরে রেখে তাঁর প্রতি আমাদের তাকওয়া বৃদ্ধি করি। এই তাকওয়ার বলেই আমরা জীবনের কঠিন সমস্যা ও দুঃখ-দুর্দশাগুলির মুখে জীবনকে পরিচালনার জন্য সহনশীল ও আশাবাদী হওয়ার শক্তি অর্জন করি।

সম্মানিত ভাইয়েরা,

আজ এই আসন থেকে আমি আপনাদেরকে গত কয়েক বছর যাবত গাজায় সংঘটিত চলমান সংকট ও নানা বিপত্তির মাঝে নিজেদের মধ্যে সহনশীলতাকে ধারণ করার গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

সম্মানিত ভাইয়েরা,

জীবনে দুঃখ-কষ্ট ও পরীক্ষা নিরীক্ষা কোন কারণ ছাড়া আসে না। এগুলি আমাদেরকে এই পৃথিবীতে আমাদের বেঁচে থাকার অর্থ মনে করিয়ে দিতে আসে। এগুলি আমাদেরকে এই পৃথিবীতে আরো উন্নত মানুষে পরিণত করার কথা এবং আমাদেরকে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা আলার আরো নিকটবর্তী হওয়ার কথা মনে করিয়ে দেয়। আর যখম আমরা এইসব কথা মনে রেখে আমাদের জীবন পরিচালনা করি তখন জীবনটা অনেক পরিপূর্ণ মনে হয়।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সুরা আল বাকারার ১৫৫-১৫৭ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেছেন,

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَىْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَٰلِ
وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٥﴾ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم
مُّصِيبَةٌ قَالُوٓا۟ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ
صَلَوَٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾

অর্থঃ *এবং নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা, ধন, প্রাণ এবং ফল-ফসলের দ্বারা পরীক্ষা করব; আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ প্রদান কর। যারা তাদের উপর বিপদ আসলে বলে, আমরা তো আল্লাহরই। আর নিশ্চয় আমরা তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী। এরাই তারা, যাদের প্রতি তাদের রব-এর কাছ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ এবং রহমত বর্ষিত হয়, আর তারাই সৎপথে পরিচালিত।*

সম্মানিত সুধী,

মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আমাদেরকে যাবতীয় দুঃখ-ব্যথা, সংকট ও সংগ্রামের মধ্যে পতিত করেন এটা মনে করিয়ে দিতে যে, জীবনে এগুলোর মুখোমুখি হওয়াটা অর্থহীন নয়। মহান আল্লাহ

সুবহানাহু তা'আলা আমাদেরকে মনে করিয়ে দিয়ে জানাতে চান যে, যতক্ষণ আমরা আমাদের বিশ্বাস এবং ইসলামিক মূল্যবোধের সঙ্গে অবিচল থাকব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ভাবতে হবে যে, আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার সঠিক পথে পরিচালিত আছি ।

সম্মানিত ভাইয়েরা,

গত বছরে আমরা সারা বিশ্বে হিংস্রতা, ধ্বসপাত এবং লোভের হাতে মানবতা্র অকল্পনীয় বিপর্যস্ত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেছি।

আবার ঠিক এর পাশাপাশি আমরা আরো দেখেছি মানুষের প্রতি মানুষের সহানুভূতি ও নুয়ায়বিচারের জন্য কি অসাধারণ ধৈর্য, সহনশীলতা এবং পারস্পরিক সংহতিবোধ যার মাধ্যমে প্রস্ফুটিত হতে দেখেছি অতি শক্তিশালী এক মানবতাবোধ। এ সবগুলোই হলো পবিত্র গুণাবলী যেগুলোর সম্মিলনে আমরা মানবতার সংজ্ঞা দেয়ার চেষ্টা করতে পারি।

আমাদের সামনে প্রতিদিন যত ক্ষয়ক্ষতি ও জীবন হারানোর খবর আমরা দেখে থাকি যা দেখে প্রতিনিয়ত আমাদেরকে অসহায়ত্বের সাথে যুদ্ধ করতে হয়।

সুরা ইউনুসের ১০৭ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

وَإِن يَمۡسَسۡكَ ٱللَّهُ بِضُرّٖ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَۖ وَإِن
يُرِدۡكَ بِخَيۡرٖ فَلَا رَآدَّ لِفَضۡلِهِۦۚ يُصِيبُ بِهِۦ مَن يَشَآءُ
مِنۡ عِبَادِهِۦۚ وَهُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٧

অর্থঃ ***যদি আল্লাহ তোমাকে কোন কষ্টে নিপতিত করেন, তাহলে তিনি ছাড়া তার মোচনকারী আর কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমার মঙ্গল চান, তাহলে তাঁর অনুগ্রহ রদ করার কেউ নেই। তাঁর দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি মঙ্গল দান করে থাকেন। আর তিনি চরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।***

সম্মানিত ভাইয়েরা,

জীবনে ধৈর্যশীল এবং সহানুভূতিশীল হওয়ার মানে এই না যে সীমালঙ্ঘনকারী এবং দু;খীলোকেদের প্রতি নির্লিপ্ত থাকা। এটা সত্য না। বরং এর অর্থ এই যে, আমরা যখন সহানুভূতি ও ন্যায়বিচারের নীতি তুলে ধরার চেষ্টা করি তখন আমাদের অত্যন্ত প্রজ্ঞার সাথে আমাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করি। ওপর ওয়ালার মধ্যস্থতা করার অর্থ এই নয় যে, আমাদের প্রচেষ্টাগুলি বন্ধ করে বসে থাকা।

তাই, এই শোচনীয় অবস্থায় আমরা কি করতে পারি? আমি আপনাদের কাছে বিনয়ের সাথে কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করতে চাইঃ

প্রথমতঃ মানুষের কঠিন কিম্বা সহজ সময়ে তাদেরকে সাহায্য করতে এগিয়ে যাওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাকেই বলে সহনশীলতা। আমরা প্যালেস্টাইনের গাজায় মানবতার সেবা প্রদানের লক্ষ্যে রাহমাতান লিল আলামীন বা আরএলয়াফ ফান্ডে অর্থ সাহায্য দিতে পারি যা এই বছরের ১৩ই ডিসেম্বরে পর্যন্ত খোলা রয়েছে।

সিংগাপোরীয়ান, সকল পেশার মানুষেরা এইসব পাশবিকার সময়ে তাদের সহানুভূতি এবং একতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এবার আসুন, আমরাও সম্মলিতভাবে এই কাজে অংশগ্রহণ করি।

দ্বিতীয়ত, এমন একটা সময়ে যখন মানুষ একতাবদ্ধ নয় বরং বিভক্ত, আসুন আমরা সেতুবন্ধন তৈরি করতে এবং ন্যায়বিচার ও মানবতার ব্যাপারে শান্তিপূর্ণ সংলাপ শুরু করতে উদ্যোগী হই। গত সপ্তাহের খুতবায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল দয়া ও ন্যায়বিচারের গুরুত্বের উপর। ন্যায়বিচার একটি সার্বজনীন মূল্যবোধ, যা সকল সম্প্রদায়েই স্বীকৃত। ইসলাম ন্যায়বিচারের উপর কতটা গুরুত্ব দেয় তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সুরা আল-মায়েদার ৮ নম্বর আয়াতের মাধ্যমে বলেছেন, যার অর্থ: "কোন জাতির ঘৃণা যেন তোমাদেরকে ন্যায়বিচার থেকে দূরে ঠেলে না দেয়। ন্যায়বিচার কর। সেটাই তোমাদেরকে তাকওয়ার নিকটবর্তী করে"।

মধপ্রাচ্যের সংকট বিশ্বব্যাপী সহিংসতা ও ঘৃণার বয়ানের আগুনে জ্বালানিই শুধু দিচ্ছে না, বরং তা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতির সম্ভাবনাকেও মেঘাচ্ছন্ন করে দিয়েছে। ধর্মীয় শিক্ষাকে সহমর্মিতা ও ন্যায়বিচারের আলোক বর্তিকা হিসাবে তুলে ধরা আমাদের কর্তব্য। আমাদেরকে অবশ্যই শ্রদ্ধাশীল সংলাপের মাধ্যমে পরস্পরের প্রতি আস্থা ও মঙ্গলকে প্রতিপালন করতে হবে।

তৃতীয়তঃ বা সর্বশেষ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপটি হলো যে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার সেবা দাস হয়ে থাকা এবং ইবাদত বন্দেগী করা। ফারদু বা জুম্মার নামাজের পর পর হাজতের নামাজ এবং কুনুতের নামাজ পড়া অব্যাহত রাখা। আসলে, সৃষ্টিকর্তার সামর্থের বাইরে আর কিছু নাই।

আপনারা, সম্মানিত ভাইয়েরা, এই কঠিন সময়ে মহৎ অন্তরের অধিকারী এবং সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন এবং মধ্যপ্রাচ্যে সংঘর্ষ দানা বাধার সাথে সাথে জুম্মার নামাজের পর পরই নিয়মিত কুনুত নাজিলা নামাজ পড়েছেন। আমাদের এই কাজটি করা অব্যাহত থাকুক। আসুন, আমরা আমাদের এই সমাধানমূলক কাজ করা চালিয়ে যাই এবং মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার প্রতি আমাদের নামাজ কায়েম করি।

উপস্থিত সম্মানিত সুধী,

এভাবেই আমরা এই পৃথিবীতে একটি ইতিবাচিক পরিবর্তন আনার চেষ্টা করব এবং পরিশেষে , আমাদের সেই প্রচেষ্টার সকল ফসল আমরা তুলে দেব মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার নিকট। নিশ্চয়ই বিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে একটি উত্তম ব্যবস্থা। মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আমাদের রক্ষাকারী। বিশ্বাসীগণ তাঁর প্রতি। সকল আস্থা ন্যস্ত করুক ।

ইয়া আল্লাহ, ইয়া হাইয়ু, ইয়া কাইয়ুম, আমাদেরকে আমাদের বা অন্য কারো নিকট এক মুহূর্তের জন্য পরিত্যাগ কোরো না। আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ পরিচালনা করো যেন আমরা এই কঠিন সময়ে করুণাময়, সহনশীল ও ন্যায্য মানুষ হতে পারি। আমাদের মধ্যে তাকওয়া লালন করতে দায় যেন আমরা এই পৃথিবীতে আমাদের জীবনযাপন করে যেতে পারি। এই সংকটকালে গাজা এবং অন্যত্র নিরীহদের প্রতি

তোমার সুরক্ষা ও সাহয্য নিশ্চিত করো। তাদেরকে বেহেশতের শ্রেষ্ঠতম স্থান প্রদান করো। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم

দ্বিতীয়ত, এমন একটা সময়ে যখন মানুষ একতাবদ্ধ নয় বরং বিভক্ত, আসুন আমরা সেতুবন্ধন তৈরি করতে এবং ন্যায়বিচার ও মানবতার ব্যাপারে শান্তিপূর্ণ সংলাপ শুরু করতে উদ্যোগী হই। গত সপ্তাহের খুতবায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল দয়া ও ন্যায়বিচারের গুরুত্বের উপর। ন্যায়বিচার একটি সার্বজনীন মূল্যবোধ, যা সকল সম্প্রদায়েই স্বীকৃত। ইসলাম ন্যায়বিচারের উপর কতটা গুরুত্ব দেয় তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সুরা আল-মায়েদার ৮ নম্বর আয়াতের মাধ্যমে বলেছেন, যার অর্থ: "কোন জাতির ঘৃণা যেন তোমাদেরকে ন্যায়বিচার থেকে দূরে ঠেলে না দেয়। ন্যায়বিচার কর। সেটাই তোমাদেরকে তাকওয়ার নিকটবর্তী করে"

Second Sermon

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الله، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ البُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّة وَفِي فِلِسْطِينَ وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اَللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ

فَرَجًا، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ اكْتُبِ السِّلْمَ وَالسَّلاَمَ وَالأَمْنَ وَالأَمَانَ لِلْعَالَمِ كُلِّهِ وَلِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ